আমাদের দেশকে ঈশ্বর কেন আরোগ্য করবেন?

লিখেছেন : রেভাঃ জয়সন কে.সি.
অনুবাদ : প্রকাশ পাল।

২রা এপ্রিল, ২০২০

আমরা জাতীয় সংঙ্গীত গাইতে খুব ভালোবাসি এবং এতে আমাদের গর্বে বুক ভরে ওঠে। যখনই শুনি আমার হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে। জাতীয় সংঙ্গীতটি রচনা করেছেন বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই জাতীয় সঙ্গীতের উপর কিছু বলতে চাই এবং এর অর্থ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

"জন – গণ – মন অধিনায়ক জয় হে!
ভারত ভাগ্যবিধাতা!"
জনগণের হৃদয়ের অধিনায়ক তুমি, তোমারই জয় হোক! তুমিই ভারতের ভাগ্যবিধাতা!

"তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশীষ মাগে
গায়ে তব জয়-গাথা"।
তোমার শুভ নাম শুনতে শুনতে জেগে উঠি ও তোমার তরে আশীষ যাচনা করি, তোমার হাতেই সকল মানুষের সুরক্ষার ভার ন্যস্ত রয়েছে।

"জন – গণ – মঙ্গল-দায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা"
মানুষকে সকল প্রকার মঙ্গল তুমিই প্রদান করবে ও তুমি ভারতের ভাগ্যবিধাতা।

এই প্রার্থনাই খ্রিস্ট বিশ্বাসিরা দেশের জন্য করে। বিশ্বব্রহ্মান্ডের মালিকের কাছে আমরা প্রার্থনা করি যিনি ভারতেরও ভাগ্যবিধাতা। আমরা প্রার্থনা করি যেন, ভারতের উপর সেই আশীর্বাদ ঝড়ে পড়ে। প্রার্থনা করি যেন খ্রিস্ট তাঁর আশীর্বাদকে ভারতবর্ষের উপর ঢেলে দেন ও দেশের মানুষকে রক্ষা করেন। আমরা প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের দেশকে সুরক্ষা করেন, কারণ তিনি আমাদের দেশের ভাগ্যবিধাতা।

কিন্তু ঈশ্বর কি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন? আমাদের জাতি কি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠতর? অন্যান্যদের থেকে কি আমাদের বুদ্ধিমত্তা বেশী? নৈতিকভাবে কি আমরা অন্যদের থেকে অধিক ভালো?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডঃ পিটার মার্শাল মার্কিন অধিবাসীদের প্রশ্ন করেছিলেন তার প্রচারে, ***"কেন ঈশ্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আশির্বাদ করবেন?"***

যদিও যুদ্ধের সম্মুখীন আমরা হয়নি বটে, তবে পরিস্থিতি আরো ভয়ংকর কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকেও অনেক বেশী সংখ্যক মানুষ যারা বিশ্বে এক অতিমহামারীর (Pandemic) কবলে পড়েছে। তার ঐ প্রশ্নটি বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতেও আরো একবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ভারতীয় মন্ডলীগুলির কাছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই প্রশ্নটি পৃথিবীর যে কোন দেশের মন্ডলীর উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত চিন্তাগুলির জন্য আমি ডঃ পিটার মার্শালের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

ঈশ্বর কেন আমাদের প্রার্থনা শুনবেন? কেন তিনি আমাদের কান্নার উত্তর দেবেন? অনুকম্পার সাথে কেন তিনি ভারতবর্ষের প্রতি তাকাবেন? কেন তিনি আমাদের দেশকে সুস্থ করবেন? নাকি আমরা ভাবছি যে আমরা ঈশ্বরের আরোগ্যতার পাওয়ার যোগ্য?

এই মুহূর্তে আমাদের মনোযোগ দ্বিতীয় বংশাবলী ৭:১৪য় দিই যেখানে লেখা আছে "***যদি আমরা প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্তি হইয়াছে, তাহারা নিজেদেরকে নম্র করে প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনার– হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব***"।

বাইবেল হল এমনই শাস্ত্র যা সমগ্র জাতির কাছে এই মুহূর্তে নিয়ে আসতে হবে। ভুল করবেন না সমগ্র ভারতীয়দের কাছে এটি একটি আহ্বান যে যতই তাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক আনুগত্য থাকুক না কেন কারণ আমরা গাই

"পাঞ্জাব ও সিন্ধু, গুজরাট ও মারাঠা ,
দ্রাবিড় – উৎকল – ও বঙ্গ
বিন্ধ্য – হিমাচল – যমুনা – গঙ্গা"

পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উড়িষ্যা ও বাংলা, বিন্ধ্য পাহাড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ও হিমালয় পর্বতের সুরের মুর্চ্ছনা যমুনা – গঙ্গার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও যরাথুষ্ঠ অনুগামী সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাই সর্বধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই এই আহ্বান। শুধু যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাদের নিকটে তা নয়, বরং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এমন মানুষের কাছেও একই আহ্বান রয়েছে। এই আহ্বান আরো সুনির্দিষ্ট করে ভারতীয় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে যারা খ্রিস্টের নাম ধরে ডাকে।

চারটি শর্তের দিকে তাকান :

(১) প্রথম শর্ত : নিজেদেরকে নম্র করা :

বর্তমান বিশ্বে মানুষ এক অতুলনীয় সাফল্যের যুগে বসবাস করছে, এ এমন এক সময় যখন মানুষ (পুরুষ ও নারী উভয়েই) "নিজেদের ব্যক্তিস্বত্তা স্থাপনে" ভীষন যত্নবান, আমরা আমাদের সাফল্য ও কৃতিত্বের নেশায় মেতে উঠেছি। তাই নম্রতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ আজ আমাদের জীবনে ডুমুরের ফুল হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা চাই যে ঈশ্বর আমাদের দেশকে আরোগ্য করুন, তবে নিজেদেরকে নত করতেই হবে। অহংবোধের নীচে আমাদের দোষ-ত্রুটি গুলি এমনভাবে চাপা পড়ে যাচ্ছে যে সেশগুলি অসংশোধিত অবস্থায় রয়ে যাচ্ছে। ফলতঃ পতন অনিবার্য। প্রকৃত নম্রতা নিজেদের সম্পর্কে সত্যতাকে প্রকাশ করে, যার ফলে নিশ্চিতভাবে মানুষ বৃদ্ধি পাবে। এফ.বি. মেয়ারের উক্তিটি এবিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করতে পারে। মেয়ার একবার বলেছিলেন ***"আমি ভাবতাম ঈশ্বরের দেওয়া বরদান গুলোকে অপরের উপর রাখা রয়েছে এবং একজন যখন অন্যের চেয়ে চরিত্রায়ণে বেশী উঁচু হয়ে যাবে, তখন সহজেই সেই বরদান গুলোকে ছুঁতে পারবে। কিন্তু এখন আমি উপলবদ্ধি করলাম আত্মিক বরদান গুলো একে অপরের উপর নয়, বরং নীচে আছে। তাই বরদান গুলো নাগাল পেতে গেলে উঁচু নয়, নিজেকে নত করতে হবে"***[1]।

নত হওয়ার অর্থ নিজেকে খাটো করা বা অপমানিত হওয়া বোঝায় না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সানন্দে সমর্পণ করা বোঝায় যেন জীবনকর্তার নিকটে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিস্থিতির উপর ঈশ্বরের সামর্থকে যখন আমরা স্বীকার করে নিই তখন আমরা আমাদের নম্রতাকেই প্রকাশ করি। শাস্ত্র বলে ***" প্রভুর সাক্ষাতে নত হও, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উন্নত করিবেন"*** (যাকোব ৪ : ১০)

(২) দ্বিতীয় শর্ত : ঈশ্বরের লকেরা অবশ্যই প্রার্থনা করবে :

[1] স্মিথ, রিচার্ড লি। ফ্রুট অব দ্যা স্পিরিটঃ ডিসারনিং গডস এক্সপেক্টেশন ইন দ্যা লোকাল চার্চ (ইণ্ডিয়ানা ট্রাফোর্ড পাবলিশিং হাউসঃ ২০১৬)

joysermonsntalks@gmail.com

প্রার্থনা ছাড়া ঈশ্বরের নাগাল পাওয়া যায় না। প্রার্থনার উত্তর না পাওয়াটা মোটেই দুঃখজনক নয়, বরং প্রার্থনা না করাটাই অতি কষ্টের। প্রার্থনাকে সরিয়ে রেখে অনেক কিছু কাজই আমরা করে থাকি। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা প্রার্থনা করার ইচ্ছা বা তাগিদ অনুভব করেন না। যদি আমরা মনে করি যে মণ্ডলী পূর্বের মতো সমাজে তার প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হচ্ছে, তবে এর মূল কারণ হল মণ্ডলী প্রার্থনা করা ভুলে গেছে। যাইতহোক, আজকে যদি আমরা হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছি তবে আমরা একেবারে সঠিক অবস্থায় আছি, হাঁটু ভাঁজ থাকলে পরিচর্যার চাপে কখনোই ভেঙে পড়ব না। প্রার্থনা দুর্বল ব্যাক্তিকে শক্তি যোগায় ও ভীতকে সাহস দেয়। তিক্ততা সমস্যা বৃদ্ধি করে কিন্তু প্রার্থনা ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধি করে। আমরা বর্তমানে এমন এক সময় জীবন যাপন করছি যখন আমরা ভীষন অসহায় অবস্থায় রয়েছি। তাই এখন প্রার্থনা করার উপযুক্ত সময় এটাই। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা স্বীকার করি যে ঈশ্বরই আমাদের সকল আশীর্বাদের উৎস। তাঁর উপরে যে আমরা নির্ভরশীল এটা তারই ঘোষনা। কেউ বলেছেন-যখন আমরা কাজ করি, তখন আমরাই করি, কিন্তু যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন তিনি কাজ করেন। যদি আমরা হাঁটুতে বসি, তবে আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারব।

(৩) তৃতীয় শর্ত : ঈশ্বরের শ্রীমুখের দর্শন করা :

এর অর্থ ঈশ্বরের নিকটে পুনরায় ফিরে যাওয়া, তিনি যেদিকে নির্দেশ করছেন সেই দিকে অগ্রসর হওয়া। এই মুহূর্তে সারা দেশে ‘রুদ্ধদ্বার’ (Lockdown) পরিস্থিতি চলছে অর্থাৎ মানুষ মানুষের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। কিন্তু ঈশ্বরের অনুসন্ধান করতে কোথাও কারোর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। যদিও ঈশ্বর আমাদের নিকটবর্ত্তী, কিন্তু জাগতিক ও বৈষয়িক আকর্ষন তাঁর থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তিনি কি করেন বা আমাদের চারপাশে কি করে চলেছেন আমরা যেন সে সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। [তাই] এসময়ে ঈশ্বর আমাদেরকে সকল প্রকার বাহ্যিক, জাগতিক ও বৈষয়িক বিষয়বস্তু থেকে বিরতি নিয়ে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই সময় বিশ্বাসীরা যেন বাহ্যিকভাবে সাহায্য প্রার্থী না হয়ে ঈশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। বাইবেল বলে ঈশ্বর আমাদের মহান চিকিৎসক (যাত্রা ১৫ : ২৬)। বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলেই আরোগ্যতা আপনা হতে চলে আসবে না, আরোগ্যতার জন্য আপনাকে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করে ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে। ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করার অর্থ কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে জানা নয়, বরং ঈশ্বরকে গভীরভাবে জানার ঐকান্তিক ইচ্ছা বা আকাঙ্খা। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও আচরন বিধির জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর নির্দেশ। ব্যক্তিগত নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মানদণ্ড কে মেনে চলার প্রয়াসই হল সেই গভীর সুপ্ত বাসনার বহিঃপ্রকাশ। একদিকে যেমন এটা সত্যি যে আমরা এটা জানি, আবার অন্যদিকে সেটাকে অনুশীলন করার ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার সাহায্য যাচনা করতে হবে। ঈশ্বরের শ্রীমুখের অন্বেষন করতে করতে তাঁর জ্যোতি প্রভার প্রতিফলন ঘটাবো ঠিক যেমন রাতের চাঁদ সূর্যের তীব্র আলোর প্রতিফলন ঘটায়। তবেই দেশের কাছে, জাতির কাছে এবং বিশ্বের দরবারে আমরা আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠতে পারি।

(৪) চতুর্থ শর্ত : আমরা যেন দুষ্টতার পথ থেকে সরে দাঁড়াই :

বর্তমান সময়ে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠেছি। আমরা হাত ধুচ্ছি, স্যানেটাইজার দিয়ে জীবানু নাশ করার চেষ্টা করছি, ব্লিচিং পাওডার বিভিন্ন

জিনিসের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছি, কারণ আমরা জীবানুর দ্বারা যেমন আক্রান্ত হতে চাই না, তেমন তার বাহকও হতে চাই না। কিন্তু আমাদের অন্তরে যে মলীনতা রয়ে গেছে তার কি হবে? যদি আমরা প্রত্যাশা করি যে তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রভু আমাদের আশীর্বাদ করুন, তবে আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের অনুসন্ধান করি এবং কুপথ থেকে ফিরে আসি। আমাদের দেশে যে পাপ ও ভণ্ডতা আছে সে বিষয়ে আর কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। জাতি ভেদ প্রথা, দারিদ্রতা, অনাচার, ক্ষমতার চরম অপব্যবহার, নারী ও শিশুদের লাঞ্চনা ও যৌন নিগ্রহ যেন ভারতীয়দের পায়ে বেড়ি হয়ে ঝুলছে। এগুলো আমাদের জাতীয় জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বৃদ্ধির পথকে কন্টকময় ও সংকীর্ণ করে ফেলেছে। জাতীয় জীবনের পাশাপাশি মান্ডলীক জীবনকেও পাপমুক্ত করে তুলতে হবে। পাপের নাগপাশ থেকে মণ্ডলী যেন সম্পূর্ণ মুক্ত হয় তা দেখতে হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহকে আমরা খুব হাল্কাভাবে নিতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। [যেটা বর্তমান প্রেক্ষিতে আশু প্রয়োজন] তা হল আত্ম-সমীক্ষা ও অনুতাপের পর্ব যাতে প্রভুর চরণে পড়ে। আমরা আমাদের কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা ও পাপস্বীকার করতে পারি এবং পাপের ক্ষমা পেতে পারি, কারণ শাস্ত্র বলে, ***"যে আপন অধর্ম ঢাকে, সে কৃতকার্য্য হইবে না ; কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে, যে করুণা পাইবে"***, (হিতোপদেশ ২১ : ১৩)।

Covid-19 জীবানুর কবল মুক্ত হওয়ার জন্য শুধু ঈশ্বরেতে নম্র হতে, প্রার্থনা করতে, ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করতে বা দুষ্ট পথ পরিত্যাগ করতে বলছেন না, বরং আমাদের দেশ জাতিকে তিনি এর মাধ্যমে বলবান ও সমৃদ্ধশালীও করে তুলতে চাইছেন। সেই জাতীয় জীবনকে প্রগতীশীল ও সমৃদ্ধশালী হতে গেলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, শিক্ষামূলক সুযোগ সুবিধা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, নাগরিকদের নিস্বার্থ সেবা সবই ভীষন তাৎপর্যপুর্ণ। অন্যদিকে, ঐ সকল বিষয় দিয়ে জগতের সমস্যা মেটান যায় না। দেশকে আরোগ্য করতে গেলে ঈশ্বরের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। ভালোদিন হয়তো আসবে ঠিকই, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে আপনি নিজেকে নম্র করছেন কিনা বা প্রার্থনা করছেন কিনা তার উপর। কিন্তু নৈতিক অধঃপতন এতটাই হয়েছে যা হয়তো আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে এবং পুনঃনির্মান হয়তো সম্ভব নয় বলে মনে হচ্ছে! এটা আমাদের নৈতিক বিচার বুদ্ধির শক্তিকে খর্ব করে, জাতীয় সচেতনাকে মৃতপ্রায় করে ফেলে, এবং যে আশীর্বাদ ঈশ্বর আমাদের উপর ঢেলে দিতে চান তা দিতে তিনি বাধা পাচ্ছেন।

কিভাবে আমরা ফিরে আসব, কি করব তার জন্যে, কোথা থেকে শুরু করব? এটা আমাদের প্রত্যেকের মাধ্যমে শুরু হয়। নিজেদের মধ্যে দিয়ে যেন শুরু করি ও অন্যদের দিকে আমরা যেন না তাকাই। শুধু শুনলে হবে না, কাজটা করতে হবে যদি আমরা নিজেদেরকে নত করি, প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করি ও দুষ্টতার পথ থেকে সরে আসি তবে ঈশ্বর আমাদের দেশকে আরোগ্য করবেন। আমাদেরকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যে মূল্যই আমাদের কে দিতে হোক না কেন তার জন্য কি আমরা প্রস্তুত?

ঈশ্বর ভারতকে, মণ্ডলীকে ও আপনাকে আশির্বাদ করুন।

<u>ঈশ্বরতত্ব ও দর্শন</u>

(Joyson K.C.-র, স্নাতোকত্তর ডিগ্রি রয়েছে। বর্তমানে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি P.hd.-র Scholar হিসেবে গবেষনা করছেন, EFI সংস্থার অধীনে Manna পরিচর্যার একজন অভিষিক্ত পরিচর্যাকারী, পালকীয় পরিচর্যার পাশাপাশি তিনি CLFA-র যুবকআন্দোলন কে তিনি নের্তৃত্ব দিচ্ছেন। নিম্নলিখিত mail Id তে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে,

(joysermonsntalks@gmail.com)